তারিখ 11 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

যায়যায়দিন

নোয়াখালীর প্রাথমিক শিক্ষা

বিদ্যালয় নেই ১৫০ গ্রামে শূন্যপদ ৪৩৭ পরিত্যক্ত ভবন ২৮০

নোয়াখালী প্রতিনিধি

শিক্ষক, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় ভবন সঙ্কটসহ নানাকারণে নোয়াখালীর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন বেহাল অবস্থা। জেলার ৯ উপজেলায় ৪৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ২৮০টি বিদ্যালয়ের পাকা ভবন অনেক আগে প্রকৌশলীরা ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করেছেন। ১৮৪টি বিদ্যালয়ে কোনো পাকা, আধাপাকা বা শক্ত ভবন নেই। অন্যদিকে জেলার ১৫০টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

নোয়াখালী প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে জেলার ৯টি উপজেলায় ৪৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যাই হচ্ছে ৬১ জন। রাজস্ব খাতের সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকার শূন্যপদ রয়েছে ১২০টি। নতুন সৃষ্টপদের সংখ্যা ৪টি, অস্থায়ী রাজস্ব পদ ২২টি, পিডিপি-২ প্রকল্পে শূন্যপদের সংখ্যা ২৩০টি। এ নিয়ে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৪৩৭টি। সরকারি নির্দেশে পিটিআইতে প্রশিক্ষণে রয়েছে ৩৩৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়া ৯টি উপজেলায় পড়ে ৫ জন করে ৪৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছুটিতে থাকেন, ৩ জন করে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকেন ২৭ জন শিক্ষিকা, ৩ জন করে ২৭ জন অসুস্থতার জন্য ছুটিতে, ২ জন করে ক্যাজুয়াল ছুটিতে।

নোয়াখালীর প্রতি উপজেলায় ক্লাস ফাঁকি দেয়া শিক্ষকের সংখ্যা ৩ জন করে ২৭ জন। শিক্ষক সমিতির দুটি গ্রুপে সভাপতি ও সম্পাদক ৪ জন করে ৩৬ জন ক্লাস বাদ দিয়ে অনুগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তদবির ও নেতৃত্বের কাজে থাকায় ক্লাস নিতে পারেন না। স্কাউট ও গার্লস গাইডের কাজ করে ১ জন করে ৯ জন ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষিকারা গড়ে ২ জন করে ১৮ জন ডাক্তারি ছুটি বা অর্জিত ছুটি নিয়ে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে স্বামীর সংসারকে সময় দেন। ২ জন করে ১৮ জন নারী বিভিন্ন কারণে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে থাকেন। ৯ উপজেলায় কমপক্ষে ৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুল কমিটির সভাপতি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্ত্রী, শ্যালিকা, বোন, ভাই বা চাচা, মামা হওয়ার কারণে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে জেলায় ৯৮৬ জন শিক্ষকের ক্লাস নেয়া থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।